এতিমান

এতিমের দায়িত্ব নিন
স্রষ্টার সুরক্ষায় থাকুন

সেবা উত্তম ইবাদত
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

প্রখ্যাত মুফাসসির ও কোরআনের ভাষাবিদ
রাগিব আল-ইস্পাহানি কোরআনের 'ইয়াতিম' শব্দের
ব্যাখ্যায় 'দুররাতুন ইয়াতিম' ব্যবহার করেছেন।
অর্থ—
এতিম হলো সেই অনন্য মূল্যবান রত্ন
যা তার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন!
অর্থাৎ কোরআনের ইঙ্গিত
এতিমকে রত্নের মতো যত্ন করতে হবে।

জাতিসংঘের মতে, বিশ্বে প্রতি তিন জনে একজন নারী
(প্রায় ৮৪ কোটি) শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতিত হন।
আর মেয়েশিশুর ভ্রূণহত্যার সঠিক পরিসংখ্যান শুধু স্রষ্টাই জানেন।

বাংলাদেশে ৩৪ লাখের বেশি শিশু শৈশবের প্রয়োজনীয় যত্ন পায় না।
এদের একটি বড় অংশ এতিম। *(ইউনিসেফ, ২০২৪)*

মেয়ে ও এতিম শিশুদের দায়িত্বে অবহেলার দায়ভার পুরো সমাজের।
এর জন্যে অতীতে স্রষ্টা অনেক জাতির ওপর গজবও দিয়েছেন।

নবীজী (স) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! দুই দুর্বল সত্তা—
এতিম ও নারীদের অধিকার রক্ষায় যে-কোনো ব্যর্থতাকে
আমি পাপাচার বলে ঘোষণা করছি।
(–খুয়াইলিদ ইবনে আমর (রা); নাসাঈ)

দায়িত্ব গ্রহণকারীর মর্যাদা অনেক!

আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের
দায়িত্ব গ্রহণকারী, আমরা একসাথে জান্নাতে
প্রবেশ করব। (তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে
তুলে দেখিয়ে বললেন, এই দুই আঙুলের
মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।
(–সহল ইবনে সাদ (রা); বোখারী, মুসলিম)

২০০১ সালে বান্দরবান লামায় ৭টি সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে নিয়ে শুরু হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়নকারী চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে এমন অনেক এতিম শিশু আছে; যাদের একমাত্র আশ্রয় কোয়ান্টাম! এখানকার শিক্ষার্থীদের 'কোয়ান্টা' বলা হয়।

কোয়ান্টা ॥ এতিম নয়, আমাদের আত্মিক সন্তান

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দান, শ্রম ও সহযোগিতায় পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা স্বাবলম্বী সার্থক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে।

এ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সদস্যদের জীবনেও এসেছে প্রশান্তি, প্রাচুর্য ও সাফল্য। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিকভাবে তারা ভালো আছেন।

আপনাদের দায়িত্বে বেড়ে ওঠা শিশুরা | দায়িত্ব নিচ্ছে বঞ্চিতের সমাজের দেশের

২০১৭-২০২৫
আট বার
ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুল

২০১৫-২০১৯
জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে
টানা পাঁচ বার প্রথম

৪৪টি = ১৫টি + ১৪টি + ১৫টি
মোট | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ
বাংলাদেশের হয়ে কোয়ান্টাদের অর্জিত আন্তর্জাতিক পদক

২১ তম সিঙ্গাপুর ওপেন আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ (জুন ২০২৬)। এতে অংশ নেয়া বাংলাদেশ দলের ১০ জনের ৭ জনই ছিল কোয়ান্টা জিমন্যাস্ট।

বাংলাদেশের অর্জন—৯টি পদক (৭টি একক, ২টি দলগত)। একক ৭টি পদকই অর্জন করে কোয়ান্টা জিমন্যাস্টরা। এর মধ্যে স্বর্ণ ৩টি, রৌপ্য ২টি ও ব্রোঞ্জ ২টি।

এ-ছাড়া দলগতভাবে অর্জিত ২টি ব্রোঞ্জ পদকের দুটি দলেই ২জন করে কোয়ান্টা জিমন্যাস্ট অংশ নেয়।

কোয়ান্টাম শিক্ষাসেবা কার্যক্রম

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ
৩,৫০০+ ছেলে, ৯০০+ মেয়ে ও ৬০০+ ভোকেশনাল শিক্ষার্থী

ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসা (বালক)
মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসা (বালিকা)
বোধিছড়া পাবলিক স্কুল
১,৫০০+ শিক্ষার্থী
লামা, বান্দরবান

রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ *(যাত্রাবাড়ী)*
২,৩০০+ শিক্ষার্থী

আলোক শিক্ষালয় *(পশ্চিম আগারগাঁও)*
৪০০+ শিক্ষার্থী

৪,২০০+ শিক্ষার্থীকে **শিক্ষাবৃত্তি** (৪০+ জেলায়)

৩০০+ শিক্ষার্থী
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েটে চান্স পেয়েছে

কাতারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ম্যাথমেটিক্স টিম চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ কোয়ান্টা উছাইওয়াং মার্মা রৌপ্য পদক জয় করে

২৭৫+ শিক্ষার্থী
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে চান্স পেয়েছে

৩০+ শিক্ষার্থী
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে

অভিনন্দন!
সম্মানিত এতিমান অভিভাবক!

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে পাশ করা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের
কেউ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,
কেউ বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন,
আবার চিকিৎসক হয়েছেন কয়েকজন।
একসময়ের সুবিধাবঞ্চিত এই শিক্ষার্থীরা এখন দায়িত্ব নিচ্ছেন
সমাজের বিভিন্ন অংশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের।

একজন এতিমের পেছনে ২০২৬ সালে সম্ভাব্য গড় ব্যয়

খাবার		৩,৮০০
শিক্ষা		৪,৭০০
পোশাক		৯৯০
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া		৬৫০
বই ও স্টেশনারি		৮৫০
চিকিৎসা		২৫০
যত্নায়ন ও অন্যান্য		৪১০
মোট	=	১১,৬৫০

১১,৫০০ টাকা (গড়ে মাসিক)
১,৩৮,০০০ টাকা (বার্ষিক)

স্রষ্টার করুণায় সিক্ত এতিমান দাতারা

রহমত অনুভব করি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

মো. গোলাম মোস্তাফা
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ডাক্তার বলে দিলেন, আপনার স্ত্রীর আর আশা নেই! ইন্টার পড়ুয়া ছেলেটাও লেখাপড়ায় আগ্রহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল! আমারও খানিকটা নাজুক অবস্থা!

সেই সময় সঙ্ঘের আহ্বানে বিশেষ নিয়তে এতিমের দায়িত্ব নেয়া শুরু করলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! ডাক্তার এখনো বলেন, কীভাবে আপনার স্ত্রী এতদিন বেঁচে আছেন! ছেলে দেশে এমবিএ এবং মালয়েশিয়া থেকে এমএস করেছে। দুটোতেই ফোর আউট অব ফোর! মেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এতিমের দায়িত্ব নেয়ার পর স্রষ্টার রহমত অনুভব করি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

হাতখরচ বাঁচিয়ে এতিমানে দান শুরু করলাম

সায়লা আহমেদ কোকো
২য় বর্ষ, ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮ সালে হঠাৎ আম্মু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আম্মুর সুস্থতার নিয়তে আব্বু এতিমানে দান শুরু করলেন। আল্লাহর রহমতে আম্মু সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তখন থেকে আমিও আমার হাতখরচ থেকে বাঁচিয়ে এতিমানে দান শুরু করি। কীভাবে যেন এরপর থেকে সবগুলো কাজেই প্রকৃতির একটা আনুকূল্য পেতে শুরু করলাম!

একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আমি খুব নার্ভাস! বিশেষ নিয়ত করে এতিমানে দান করলাম। পরীক্ষার হলে বসে দেখি, আমি যা যা পড়েছি, হুবহু তা-ই এসেছে! এতিমানে দান আমাকে আগের চেয়ে দায়িত্ববান করেছে।

ছোট মেয়েটা এখন সুস্থ ও ভালো আছে

মোনালিসা জলি
গৃহিণী, রাজশাহী

আমার দুই সন্তান। দ্বিতীয়জন মেয়ে। খুব ছোট অবস্থায় ধরা পড়ল তার দুই চোখে ছানি, হার্টেও ছিদ্র! দেশে-বিদেশে চিকিৎসা চলল। চিকিৎসার পাশাপাশি আমি সন্তানের সুস্থতার নিয়তে এতিমানে দান শুরু করলাম।

ছোট বয়সে অপারেশনের ট্রমা বা সাইড ইফেক্ট কোনোটাই আমার মেয়ের নেই। সে প্রাণবন্ত থাকে সবসময়। বড় হওয়ার পরও চোখে চশমা ছাড়াই ভালো দেখে। এতিমের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে পুরো পরিবারের ওপর স্রষ্টার একটা রহমতের ছায়া অনুভব করছি।

বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ বোখারী শরীফের হাদীস সংকলনকারী **ইমাম বোখারী (র)** এতিম ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকের সহযোগিতায় তিনি জ্ঞানার্জন করেন।
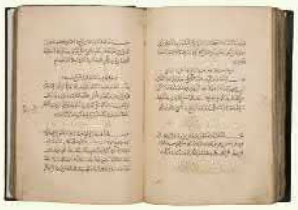
বোখারী শরীফ
(পাণ্ডুলিপি ১৪-১৫ শতক)

পরবর্তীকালে পৈতৃক ব্যবসা থেকে তিনি আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেন। কিন্তু খুব সামান্যই নিজের জন্যে ব্যয় করতেন। অভাবী শিক্ষার্থীদের তিনি নিয়মিত গোপনে সাহায্য করতেন, যাতে শিক্ষার্থীরা অসম্মানিত বোধ না করে।

ইমাম গাজ্জালি (র) তার কালজয়ী গ্রন্থ এহইয়া উলুমুদ্দীন-এ কোরআন ও হাদীসের আলোকে আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্যে এতিমের দায়িত্ব নেয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

এহইয়া উলুমুদ্দীন
(পাণ্ডুলিপি ১২-১৩ শতক)

তিনি নিজেও এতিম ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর একজন সুফি সাধক তার ও তার ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার প্রেরণায় তারা পড়ালেখা চালিয়ে যান। পরবর্তীকালে দুজনই সেই সময়ের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাগদাদের জামিয়া নিজামিয়ায় 'মুদাররিস' (শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পদ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফিকহ শাস্ত্রের পুরোধা **ইমাম মালিক (র)** তার অমর গ্রন্থ **আল-মুয়াত্তায়** কোরআন, হাদীস ও সাহাবাদের আমলের আলোকে এতিমের সম্পদ ফেলে না রেখে শরিয়তসম্মত উপায়ে তা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করার ফিকহি নীতি তুলে ধরেছেন।

ইমাম শাফী (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম ইবনে হাজার আশকালানী (র), আল বেরুনী, শেখ সাদী, হাফেজ সিরাজী, ওমর খৈয়াম প্রমুখ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এতিম ছিলেন। সমাজের সচেতন ও সমমর্মী মানুষেরা তাদের বিকাশে অবদান রেখেছেন বলেই তারা সভ্যতার জন্যে সম্পদ হয়েছেন।

কেন দায়িত্ব নেবেন?

আল কোরআনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এমনকি নিজের প্রয়োজন থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ এতিমদের—

ক. দায়িত্ব নিতে বলেছেন।
খ. সাথে সদাচরণ করতে বলেছেন।
গ. সাবালক হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ঘ. প্রতি সম্মানজনক আচরণ না করা মানুষের দুর্ভোগের কারণ।

কোরআনে ২২টি আয়াতে ২৩ বার 'এতিম' শব্দটি এসেছে

নবীজী (স) নিজে এতিম ছিলেন এবং তিনিও এতিমের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি মনটাকে নরম করার জন্যে, আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমমর্মী হওয়ার জন্যে এতিমের মাথায় হাত বুলাতে; অর্থাৎ তাকে মমতা দিতে বলেছেন।

নবীজীর (স) সুন্নত অনুসরণ করে সাহাবারাও এতিমের দায়িত্ব নিতেন। খলিফা হযরত ওমরের (রা) সময় তিনি এতিম এবং বিধবাদের জন্যে বাইতুল মাল থেকে রাষ্ট্রীয় ভাতা চালু করেন।

ইমাম জাফর সাদিক (র) জানতেন,
কোন বাড়িতে এতিম এবং বিধবা রয়েছে।
তিনি গভীর রাতে গোপনে তাদের ঘরের দরজার
সামনে খাবারের বস্তা পৌঁছে দিতেন।
কখনো কখনো অর্থ বা স্বর্ণমুদ্রা আটার বস্তার
ভেতরে ভরে দিতেন; যাতে রুটি বানাতে গিয়ে
তারা মুদ্রা পায়। ছোটবেলা থেকে
ইমাম জাফর সাদিক (র) তার বাবা এবং তার দাদাকে
এভাবেই দান করতে দেখেছেন।

কোয়ান্টামেও নীরব ও গোপন দানের এ চর্চাই আমরা করছি। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে পরিচালিত হচ্ছে সকল সেবা কার্যক্রম।

আপনার দায়িত্বে
বেড়ে ওঠা
শিশুরাও একদিন
অবদান রাখতে পারে
আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা
নির্মাণে

ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসা থেকে এ বছর ৬ জন কোরআনে হাফেজ হয়েছেন

একজন এতিমের মাসিক গড় খরচ ১১,৫০০ টাকা

আপনার সামর্থ্য অনুসারে এক বা একাধিক এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। যতটুকু সামর্থ্য, ততটুকু দিয়ে শুরু করুন। শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন–

৩,৮০০ টাকা মাসিক খাবারের খরচ একজন এতিমের।

৯৯০ টাকা। মাসিক পোশাকের খরচ। নিজের সন্তানের জন্যে যেমন মাসে পোশাকের বাজেট থাকে।

ব্যয় থেকে বাঁচিয়েও একজন এতিমের আংশিক দায়িত্ব নিতে পারেন।

সয়াদুধ + ডিম
(৪৫০+৩০০)=৭৫০ টাকা

নতুন রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া এখন ট্রেন্ড! এতে একজনের খাবারের গড় খরচ ৮০০–১,০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে একজন এতিমের মাসের ডিম ও দুধের খরচ হয়ে যায়।

আবার, একজনের বই, স্টেশনারির একবছরের খরচ (৮৫০x১২)=১০,২০০ টাকা। সামর্থ্য অনুযায়ী এক বা একাধিক এতিমের এই দায়িত্ব নিতে পারেন।

বিশেষ নিয়তে এতিমের আত্মিক অভিভাবক হোন

সন্তানের পরিপূর্ণ বিকাশ

মা-বাবার কল্যাণ

সাফল্য/ মনছবি বাস্তবায়ন

মৃত স্বজনের প্রশান্তি কামনায়

সুস্থতার নিয়তে

অনলাইন ডোনেশন

donate.qm.org.bd

বিকাশ/ নগদ – 01315-393646
Payment/ Merchant payment, Counter No-1

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ০১৩২৯-৭৪৬৬০৫, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ২২২২২৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮